বন্‌ধে ব্যাপক হিংসা হাওড়ায়, বাস ভাঙচুর

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া: ট্রেনের চাকা আটকে, বাস ভাঙচুর করে বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষে জড়াল বিজেপি। হাওড়ায় অন্তত পনেরোটি জায়গায় অবরোধ করার পাশাপাশি টিকিয়াপাড়া ও ময়দান চত্বরে দু'টি সরকারি বাস ভাঙচুর করে বলে অভিযোগ উঠেছে বিজেপির বিরুদ্ধে। উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুরে দাড়িভিট হাইস্কুলে উর্দু শিক্ষক নিয়োগকে কেন্দ্র করে তুমুল সংঘর্ষ ঘটে। মৃত্যু হয় দুই প্রাক্তন ছাত্রের। ওই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বুধবার রাজ্যেজুড়ে বারো ঘণ্টার বন্‌ধ ডাকে বিজেপি। সেই বন্‌ধকে সার্থক রূপ দিতে সকাল থেকে পথে নামে বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। ফুলেশ্বরে রেল অবরোধ করার মাঝেই হাওড়ায় দু'টি সরকারি বাসে ভাঙচুর করে বিজেপি। যদিও পুলিশ পৌঁছে বন্‌ধ সমর্থকদের হটিয়ে দেওয়ার আগেই গা-ঢাকা দেয় বিজেপি সমর্থকরা। গ্রামীণ এলাকায় একাধিক জায়গায় অবরোধ করা হয়। রানিহাটি এলাকায় ৬ নম্বর জাতীয় সড়কে অবরোধ করা হয়। ফলে আটকে পড়ে বহু গাড়ি। এছাড়া আমতা কলাতলা মোড়ে বিজেপির পক্ষ থেকে আটকে দেওয়া হয় রাস্তা। আধঘণ্টা পরে পুলিশ এসে অবরোধ হটিয়ে দেয় বলে জানা গিয়েছে। বাইনান, বাকসি রোড, আমতা রোড ছিল সচল। সাঁকরাইল, আন্দুল, সাঁতরাগাছি সহ সর্বত্র সচল। তবে সকাল থেকে বাকি দিনের ভিড় উধাও। ট্রেন চলছে নিয়ম মেনে তবুও যাত্রী সংখ্যা নেহাতি কম। সকাল ৭টা নাগাদ হাওড়া ও ধর্মতলা থেকে ছেড়ে আসা সরকারি বাস পৌঁছে যায় ঝিখিরা। যাত্রীদের কথায়, বন্‌ধে কতটা প্রভাব তা সরকারি বাস পরিষেবা জানান দিচ্ছে। যাত্রীসংখ্যা কম থাকলেও পথে নেমেছে প্রচুর সরকারি বাস। বেসরকারি বাসও চলছে। দোকানপাট খোলা, স্কুল খুলতে শুরু করেছে। মানুষ বন্‌ধকে প্রত্যাহার করতে শিখেছে। কোনও ঘটনা ঘটলে তাকে নিয়ে বন্‌ধ ডেকে দেওয়া উচিত নয়। বিচারের জন্য সরকারের উপর চাপ দেওয়া যেতে পারে, কথাগুলো বলছিলেন হাওড়া শহরের হাইস্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক অনন্ত দেবনাথ।

হাওড়া স্টেশন চত্বর জুড়ে মোটের উপর ট্যাক্সি মিলছে। সচল হাওড়া বাসস্ট্যান্ড। ছেড়েছে একাধিক দুরপাল্লার ট্রেন। অটো চলছে সকাল থেকে। কয়েকটি বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ ছাড়া অন্যান্য দিনের মতো সচল হাওড়া। নবান্নের চারিদিকে ড্রোণের সাহায্যে নজরদারি চলে। নবান্নে এদিন বুধবার উপস্থিতির সংখ্যা ছিল পঁচানব্বই শতাংশ। তবে এই বন্‌ধ হাওড়া জনজীবনে মোটামুটি ভালই প্রভাব পড়েছেন। এদিনের বিজেপির ডাকা বন্‌ধ-এ হাওড়ায় মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেল।।

দেগঙ্গায় ডেঙ্গি সচেতনতা শিবিরে ঝাঁটা নিয়ে নোংরা পরিষ্কার করলেন রাজ্যের দুই মন্ত্রী

নিজস্ব সংবাদদাতা, দেগঙ্গা: উত্তর ২৪ পরগনা জেলা দেঙ্গায় শুরু হল ডেঙ্গি নিয়ে সচেতনতা শিবির। বুধবার দেগঙ্গার বীনাপানি স্কুল মাঠে এই সচেতনতা শিবিরে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের দুই মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম ও জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক।

মূলত ডেঙ্গি রোগ নির্মূল করা ও পতঙ্গ বাহিত রোগ প্রতিরোধ করতে মানুষকে সচেতন করাই যে রাজ্য সরকারের মূল লক্ষ্য, ইদিনের এই শিবির থেকে সেই বার্তা দেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠানে রাজ্যের দুই মন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলার জেলাশাসক অন্তরা আচার্য, বারাসতের সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার, বিধায়ক নির্মল ঘোষ সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী হাকিম বলেন, ডেঙ্গি সচেতনতা করতে এসে আমরা দুই মন্ত্রী হাতে ঝাড়ু নিয়ে যেভাবে নোংরা পরিষ্কার করলাম, সেই ভাবেই আজ যারা বাংলার মাটিতে কর্মনাশা বন্‌ধ ডেকে বাংলা উন্নয়নকে স্তব্ধ করে দিতে চাইছে তাদেরকেও ঝেঁটিয়ে বিদায় করল বাংলা মানুষ। বন্‌ধকে আজ ব্যর্থ প্রমাণ করে দিয়েছে সাধারণ জনগণ। রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক বলেন, জেলাতে ডেঙ্গি সচেতনতাকে বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে আমাদের এই শিবির।

আজকের শুভ সংখ্যা

১৯৯১

সুডোকু মেলাও বুদ্ধি বাড়াও

6					1	9	4	
	9				5			
			9	4				
	2							8
8	7		4		6		5	2
4							7	
				6	7			
			8				2	
	8	5	1					7

গতকালের সমাধান

6	9	4	8	7	3	1	2	5
7	2	5	6	9	1	3	4	8
3	8	1	5	2	4	7	9	6
2	1	3	4	5	7	6	8	9
8	4	9	3	1	6	2	5	7
5	6	7	9	8	2	4	3	1
9	7	6	2	3	5	8	1	4
1	3	8	7	4	9	5	6	2
4	5	2	1	6	8	9	7	3

আবহাওয়া

পূর্বাভাস: সোমবার সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকবে যথাক্রমে ৩৪ ডিগ্রি ও ২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি। **তাপমাত্রা:** রবিবার সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল যথাক্রমে ৩১ ডিগ্রি ও ২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। **আপেক্ষিক আর্দ্রতা:** সর্বাধিক ৮২ শতাংশ। **সূর্যোদয়:** ঘ ৫।২৬, **সূর্যাস্ত:** ঘ ৫।২৯ **জোয়ার:** দুপুর ২:৫১। **ভাঁটা:** সকাল ১০.১০।

— সমাধানের নিয়ম —

এমন ভাবে শূন্য ঘরগুলো পূরণ করতে হবে যেন প্রতিটি সারিতে ও প্রতিটি কলমে ১ থেকে ৯ সংখ্যাগুলো মাত্র একবার থাকে।

বিজ্ঞপ্তি

এই পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপন ও তার বিষয়ে কোনও দায়িত্ব আমরা স্বীকার করি না এবং আমাদের ওপর বর্তায় না।

–সম্পাদক

বিজ্ঞপ্তি

এই পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপন ও তার বিষয়ে কোনও দায়িত্ব আমরা স্বীকার করিনা এবং আমাদের ওপর বর্তায় না।

- সম্পাদক

শেয়ারসূচক

BSE	36,542.27▲	(-109.79)
NIFTY	11,653.80▲	(-13.65)

শব্দলিপি- ১৩২৪

শ্যামাপ্রসাদ দাশ

পাশাপাশি ঃ ১। পৃথিবীর দীর্ঘতম নদী ৩। সুগন্ধি দ্রব্য ৬। আমলকী ৮। অনুচ্চ কণ্ঠে সমালোচনা ১০। চড়, থাপ্পড় ১২। ভালোলাগা ১৪। কখনও সখনও এর সঙ্গে আসলে তফাত বোঝা যায় না ১৫। বাটা মশলাবিশেষ

উপরনীচ ঃ ১। হতভম্ব ২। রোগীর পথ্য ৪। পক্ষ ৫। অমৃতরূপ বায়ু ৭। নানান অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ৯। বিষধর সর্প ১১। উজ্জ্বল, সদৃশ ১৩। বৌদ্ধ সন্ন্যাসী

সমাধান ঃ শব্দলিপি - ১৩২৩

পাশাপাশি ঃ ১। অমল ৩। আলাপ ৫। কবচ ৭। বিধানসভা ৮। শমন দ্বার ৯। গাজন ১১। বক্রোক্তি ১২। বনানী

উপরনীচ ঃ ১। অমুক ২। লকুচ ৩। আলোআঁধার ৪। পণ্ডিতসমাজ ৬। বদমতলব ৭। বিদ্বানব্যক্তি ৯। গাণ্ডীব ১০। নলিনী

শব্দলিপি নির্মাতাদের প্রতি ঃ একটি বিশেষ ছক ও পাঁচটি সাধারণ ছক আছে। যাঁরা শব্দলিপি পাঠাতে চান, তাঁরা একপাতায় সমাধানসহ ছক ও অন্য পাতায় সূত্র এবং সূত্রের সমাধান লিখে পাঠাবেন। মনোনীত হলে প্রকাশিত হবে।

- বিভাংশু দত্ত, সম্পাদক, 'শব্দলিপি' বিভাগ।

ভাগ্যলিপি

মেষ
কর্মতরদের ক্ষেত্রে তেমন কোনও বিশেষ পরিবর্তন নেই। আর্থিক ক্ষেত্রে শুভ।

বৃষ
মানসিক চাঞ্চলতা বৃদ্ধি পাবে। পঠনপাঠনে মনোনিবেশ বাধাপ্রাপ্ত হবে।

মিথুন
কর্মপ্রার্থীরা কোনও শুভ সংবাদ পেতে পারেন। প্রেম-প্রণয়ে নানা সমস্যা আসবে। উগ্র মেজাজ বর্জন করুন।

কর্কট
কোনও বন্ধু থেকে উপকৃত হওয়ার সম্ভাবনা। ব্যয় বাড়বে। গৃহে কোনও শুভ কাজ হবে।

সিংহ
প্রেম-ভালোবাসায় আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে। গৃহস্থানে মাঝে মাঝে হতাশা থাকবে। সন্তান বিষয়ে চিন্তার কিছু নেই। কর্মক্ষেত্রে জটিলতা বৃদ্ধি পাবে।

কন্যা
উচ্চবিদ্যার ক্ষেত্রে সাফল্য আসবে। নতুন বন্ধুর ক্ষেত্রে সতর্কতা প্রয়োজন। অর্থাগম হবে কিন্তু অর্থব্যয় বৃদ্ধি পাবে।

তুলা
কর্মক্ষেত্রে জটিলতার বৃদ্ধি পাবে। প্রেম-ভালোবাসায় আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে।

বৃশ্চিক
অর্থব্যয় বৃদ্ধি পাবে। মানসিক উদ্বেগ থাকায় মাঝে মাঝে রক্তচাপ বাড়াতে পারে।

ধনু
ফাটকায় বিনিয়োগ করতে পারেন। মানসিক উদ্বেগ থাকায় মাঝে রক্তচাপ বাড়াতে পারে।

মকর
মাঝে মাঝে জটিলতা যুক্ত হবে। অর্থাগম হবে। কথা ও ব্যবহারে সংযত হওয়া প্রয়োজন। গৃহে অতিথি সমাগম হবে। শরীর ভলো যাবে না।

কুম্ভ
অর্থাগম হবে। কথা ও ব্যবহারে সংযত হওয়া প্রয়োজন।

মীন
কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীরা সহায়ক হবে। উপার্জন ভাগ্য ভালো। ব্যবসায় ধনাগম ও সম্প্রসারণ হবে।

Disclaimer: Lottery Varta or any of its news staffs/ circulation agents/ advertisement agents assume no responsibility for the authenticity or reliability of any advertisement published in this newspaper. The advertisements carried in the newspaper are accepted on good faith.

বসিরহাট ব্রিজে বন্ধ যান চলাচল

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২৬ বসিরহাট: এবার ভারী যান চলাচল বন্ধ হয়ে গেল বসিরহাট ব্রিজে। নবান্নের নির্দেশে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসন আগামী তিন মাসের জন্য বসিরহাট ব্রিজের উপর দিয়ে ভারী যান চলাচল নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। আর এর জেরে সীমান্ত বাণিজ্যে তার প্রভাব পড়বে বলে মনে করছেন ব্যবসায়ীরা।

কয়েকদিন আগে বসিরহাটে ইছামতী নদীর উপর থাকা সেতুর মাঝের পিলারের একটি পেডেস্টালে চিড় দেখা দেওয়ায় সেটির সংস্কারের দাবি উঠেছিল। পূর্ত দফতরের ইঞ্জিনিয়ররা ব্রিজ নিরীক্ষণের পর বিষয়টি নবান্নকে জানান। নবান্নের নির্দেশে সেতুর সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে। বুধবার দুপুরে সেতুর চিড়ধরা অংশের পরিস্থিতি দেখতে দিল্লি থেকে তিন সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল আসে বসিরহাটে। উজ্জল গুপ্তার নেতৃত্বে ওই প্রতিনিধি দলের সদস্যরা বসিরহাট সেতুর পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করলেও মুখ খুলতে চাননি। এরপর শনিবার বসিরহাটের মহকুমা শাসকের দফতরে একটি বৈঠক হয়। এই বৈঠকে উত্তর ২৪ পরগনার অতিরিক্ত জেলাশাসক (সাধারণ) সুরজিৎ বসু, বসিরহাটের মহকুমাশাসক সুপ্রিয় দাস, বসিরহাট পৌরসভার চেয়ারম্যান তপন সরকারের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন লরি ও বাস মালিক এবং শ্রমিক সংগঠনের সদস্যরা।

সবার উপস্থিতিতে সিদ্ধান্ত হয়, আগামী তিন মাস ব্রিজের উপর দিয়ে ছোট গাড়ি চলাচল করলেও বড় গাড়ি (লরি ও বাস) চলাচল বন্ধ থাকবে। যদিও এই সিদ্ধান্তের জেরে সীমান্ত বাণিজ্যে সমস্যা হবে বলে মনে করছেন ব্যবসায়ী ও লরি মালিকরা। সেক্ষেত্রে সীমান্ত বাণিজ্যের জন্য যশোর রোড দিয়ে মছলন্দপুর হয়ে তেঁতুলিয়া হয়ে ঘোজাডাঙা সীমান্তে পণ্যবাহী ট্রাক পৌঁছবে বলে প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে। বসিরহাটের মহকুমাশাসক সুপ্রিয় দাস জানান, ব্রিজটির সংস্কারের জন্য আপাতত যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। কাজ শেষ হলে আবার আগের মতো যানবাহন চলাচল করবে।

তৃতীয়বারের জন্য সভাধিপতির দায়িত্ব পেলেন শামিমা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাকদ্বীপ ও ডায়মন্ডহারবার: তৃতীয়বারের জন্য দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সভাধিপতির দায়িত্ব পেলেন শামিমা শেখ। সহ সভাধিপতি হয়েছেন পুর্ণিমা নস্কর। বুধবার দুপুর ১২টায় ডায়মন্ডহারবার রবীন্দ্র ভবনে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলাশাসক ওয়াই রত্নাকর রাও শংসাপত্র তুলে দেন। একইসঙ্গে অন্যান্য সদস্য-সদস্যাদের হাতেও শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়। পরে সভাধিপতি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করি এবং প্রথম বাস সরকারের আমলে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সভাধিপতির দায়িত্ব দেওয়া হয় আমাকে। দিদির নির্দেশে গত দশ বছর জেলার সার্বিক উন্নয়নের কাজে আত্মনিয়োগ করেছি। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় প্রথম হয়েছে। সভাধিপতি বলেন, যেহেতু আমরা মানুষের জন্য কাজ করেছি। মানুষ ভল থাকুক। প্রত্যেকের একটা

মাথা গোজার ঠাঁই করে দিতে পেরে আনন্দ হচ্ছে। এখনও অনেক কাজ বাকি। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় দর্জি শিল্প বড় শিল্প। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সেই সব গরিব দর্জি ভাইদের জন্য অর্থ বরাদ্দের প্রস্তাব দিয়েছেন। চেষ্টা করব, তাদের যাতে আরও উন্নতি করা যায় সেদিকে নজর দেওয়ার। এবারে সভাধিপতি এবং সহকারি সভাপতিও মহিলা। কী বার্তা দেবেন জেলার মহিলাদের কাছে। সহাস্যে উত্তর, আপনারা জানেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মহিলা। যিনি কন্যাশ্রী প্রকল্পকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিয়েছেন। তাঁর অনুপ্রেরণায় আমরাও আমাদের জেলাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। আমি চাই জেলার সমস্ত মেয়েরা বিদ্যালয়-মাদ্রাসায় গিয়ে লেখাপড়া করে বাংলার মুখ আরও উজ্জ্বল করুক। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ সব সময় তাদের পাশে থাকবে।

শতবর্ষ পালনের আগে শোভাযাত্রা

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া: কয়েকদিনের মধ্যেই শতবর্ষে পা দিতে চলেছে মাকড়দহ গার্লস হাইস্কুল। সেই উপলক্ষে গোটা গ্রাম জুড়ে আজ স্কুলের সকল ছাত্রী, স্কুল শিক্ষিকা ও অভিভাবকরা মিলে এক বিশাল বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করে।

শোভাযাত্রায় ছাত্রীদের হাতে ছিল পরিবেশ সচেতনতার নানা বার্তা, এবং বাংলার মহাপুরুষদের নানা বাণী। শোভাযাত্রায় ছিল জঙ্গল মহলের ধামসা মাদল, ব্যান্ড এবং সব শেষে গ্রাম জুড়ে একাধিক ঢাকিদের ঢাকের আওয়াজ যেন গোটা গ্রামে পুজোর নতুন গন্ধ এনে দেয়।

অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২৪ পরগনা: দক্ষিণ ২৪ পরগনার হারউড পয়েন্ট থেকে উদ্ধার হল এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ। মৃতের আনুমানিক বয়স ৪০ বছর। আজ সকালে কোস্টাল থানার ৮ নম্বর এলসিডি ঘাটে মুড়িগঙ্গা নদীর চড়ায় একটি মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এরপর তারা পুলিশে খবর দেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় কোস্টাল থানার পুলিশ। তারা মৃতদেহ উদ্ধার করে কাকদ্বীপ মহকুমা হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। স্থানীয়দের প্রাথমিক অনুমান, নদীর জোয়ারে ভেসে মৃতদেহটি এলসিডি ঘাটে চলে এসেছে। তবে, এখনও পর্যন্ত মৃত ব্যক্তির পরিচয় জানা যায়নি। মৃতের পরিচয় জানার জন্য পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

হাওড়ার পাগলা ফৌজের এবারের পুজোর থিম 'ওঠানামা'

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া: শিশুরাও কি এখন যান্ত্রিক? মুক্ত পরিবেশে নিশ্চিন্ত মনে কি তারা ঘুরে বেড়াতে পারছে? এই প্রশ্ন এখন সমাজের মানবিক জীবনযাত্রায় প্রায়ই উঠে আসছে। কারণ বর্তমান সমাজে শিশুদের আমরা একটা টার্গেট দিয়ে দিচ্ছি। ঠেলে দিচ্ছি ইঁদুর দৌড়ের লড়াইয়ে। এতে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে সমাজ থেকে। শিশুরা ভুলে যাচ্ছে তাঁদের অস্তিত্ব। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে শারদীয়া পুজোয় হাওড়ার সদর এলাকার পাগলা ফৌজের পুজোয় এবারের ভাবনা 'ওঠা-নামা'।

পাগলা ফৌজের এবছরের পুজো ৩৭ বছরে পড়ল। পুজো প্রসঙ্গে সম্পাদক সৌমেন রায় জানিয়েছেন, মণ্ডপটি সাজান হয়েছে থিমকে অনুসরণ করে। টার্গেট বোঝাতে লাল রং, ভাল-মন্দ বোঝাতে সাদা-কালো রং ব্যবহার করা হয়েছে, ওঠা-নামা দেখানো হয়েছে চেয়ার-টেবিল, মই দিয়ে। চেয়ার দখলের জন্য দেখান হয়েছে বুদ্ধির সেরা খেলা দাবার ঘুঁটিকে। তিনি জানিয়েছেন তাঁদের বাজেট প্রায় ৩ লক্ষ টাকা। কম বাজেটের মধ্যে যতটা সম্ভব ভাল পুজো করা যায় তার চেষ্টা তাঁরা করছেন এ বছরের পুজোয়। তাঁদের প্রতিমা হবে দ্বিভুজা। পেছনে থাকবে মোষের মাথা। তার মধ্যে মায়ের একটা হাত সেই মোষের মাথায় ত্রিশূলবৃদ্ধি অবস্থায় থাকবে। সমাজের অশুভকে বধ করে মা দুর্গা শিশুদের মধ্যে শান্তির বার্তা নিয়ে আসছেন, তাই দর্শনার্থীদের বোঝাতে চেয়েছেন তাঁরা। সৌমেনবাবু আরও জানিয়েছেন, দর্শনার্থীরা যাতে নিরাপদে প্রতিমা দর্শন করতে পারেন তারজন্য প্রবেশ এবং বাহির পথে পর্যাপ্ত রাস্তা রাখা হয়েছে। প্রতিবন্ধীদের জন্য হুইল চেয়ারের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। পানীয় জলের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে মণ্ডপে। প্রতিমা দর্শনের সময় কোনও দর্শনার্থী অসুস্থতা বোধ করলে তাঁদের জন্য প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। বেশি অসুস্থ হয়ে পড়লে স্থানীয় নার্সিংহোমেরও ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। প্যান্ডেলে থাকবে সিসিটিভির ব্যবস্থা। অগ্নি নির্বাপণের ব্যবস্থা সম্পর্কে সৌমেনবাবুর জানিয়েছেন, দমকলের সম্পূর্ণ নিয়ে মেনেই অগ্নি নির্বাপণের ব্যবস্থা রাখা হবে। মণ্ডপে থাকবে অগ্নি নির্বাপণ গ্যাস।

প্যান্ডেলে ব্যবহার করা হবে অগ্নি নির্বাপন লিক্যুইড। যাত্রীরা যাতে নিরাপদে প্রতিমা দর্শন করতে পারে, তারজন্য সবসময় তাঁরা সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার কথা বলেন তিনি।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলের জ্ঞাতার্থে জানানো হচ্ছে যে আমি, কৃষ্ণেন্দু মাইতি, অফিসের ঠিকানা : মৃগালা মাইতি পাড়া, পোস্ট অফিস : রঘুনাথপুর, থানা : ডানকুনি, জেলা : হুগলি-৭১২২৪৭। সেবি রেজিস্ট্রেশন নং আইএনএস২৩এ ৪০৫৩১৮/২৩-০৮২১১ পিয়ারলেস সিকিউরিটিস লিঃ-এর সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। সকলের জ্ঞাতার্থে এই তথ্য জানানো হল।

কৃষ্ণেন্দু মাইতি

তারিখ : ২৬/০৯/২০১৮

CHANGE OF NAME

I, SUBHROJYOTI CHAKRABORTY S/o Manas Chakraborty R/o 51/ 15 D, Dewangazi Road , P.O. P&S Bally , Dist. Howrah-711201 declare that My previous name was SUPRATIM CHAKRABORTY (Old name). As per Affidavit on Notary public at Kolkata on 25 -09-2018 I became known SUBHROJYOTI CHAKRABORTY.